দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 JAN 1997 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৮ ...

নাটোরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল হইতেছে না

রেজাউল করিম খান ॥ অভিভাবকের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শিক্ষক স্বল্পতা, স্থান ও বেঞ্চের অভাব এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে নাটোর জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল হইতেছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সরকার ১৯৯২ সালে প্রতি জেলার একটি করিয়া থানায় এবং ১৯৯৩ সালে দেশের প্রতিটি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকারী জরিপে বলা হয়, নাটোর জেলায় বর্তমানে দুই লক্ষ ৩১ হাজার ৫৭৩ জন বালক-বালিকা স্কুলে গমন উপযোগী। ইহার মধ্যে ১৯৯৫ সালে দুই লক্ষ চার হাজার ৯১৯ জন বালক-বালিকা স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৬ হাজার ৬৫৪ জন বালক-বালিকা স্কুলে ভর্তি হয় নাই। যাহারা স্কুলে ভর্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ হাজার শিশু স্কুলে উপস্থিত হয় নাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরুর প্রথম বছরে পরিস্থিতি যাহা ছিল, গত তিন বছরে উহার তেমন উন্নতি হয় নাই। মাত্র দশ হাজার বালক-বালিকাকে স্কুলে ভর্তি করান সম্ভব হইয়াছে। ইহার জন্যেও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের নামে গমের প্রলোভন আছে। শিশুরা স্কুলে ভর্তি হইলেও কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই স্কুল পরিত্যাগ করে। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, সরকার দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও এক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এই কর্মসূচী সফল হইতেছে না।

নাটোরে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। তদুপরি আর্থিক দীনতার কারণে একজন গরীব মানুষ তাহার সন্তানকে স্কুলে পাঠাইবার পরিবর্তে অপরের বাড়ীতে গৃহস্থালির কাজে রাখিতে অথবা শহরের দোকান বা রেষ্টুরেন্টে শ্রমিক হিসাবে রাখিতে বেশী পছন্দ করে। কারণ, সন্তানকে স্কুলে পাঠাইলে বই ও বেতনের খরচ না লাগিলেও খাবার, পোশাক ও খাতা-কলম দিতে হয়। এই খরচ যোগানো অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আবার অজ্ঞতার কারণে অনেকে তাহার সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজনই বোধ করে না।

নাটোর জেলায় বর্তমানে ৪০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুবিধা প্রদান বিভাগ ও সাবেক উপজেলা পরিষদ তিন শতাধিক স্কুল পুনঃ নির্মাণ অথবা সংস্কার করিয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় একশত স্কুলের অবস্থা খুবই করুণ। স্কুলগুলিতে স্থান ও বেঞ্চের অভাবে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরাই বসিতে পারে না। বাধ্যতামূলক কর্মসূচীর আওতায় আনা ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান পাওয়া খুবই কষ্টকর। সাবেক উপজেলা পরিষদ অথবা বর্তমান থানা উন্নয়ন তহবিল হইতে যে সমস্ত স্কুল সংস্কার এবং আসবাবপত্র কেনা হইয়াছে, উহা ছিল নিম্ন মানের। ফলে ইতিমধ্যে অধিকাংশ স্কুলের চেয়ার-বেঞ্চ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ভবনগুলি এখনই পুনঃনির্মাণ অথবা সংস্কার করা প্রয়োজন।

নাটোর জেলার বর্তমানে ৪৯টি সহকারী শিক্ষক ও ১১ টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। শূন্যপদ পূরণের জন্য ইতিমধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করায় নাটোরে পাঁচ হাজার ৯৭ টি দরখাস্ত জমা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে তিন হাজার ৭০৯ টি মহিলার।

এদিকে চলতি বছরে নাটোরে শিশু জরিপের কাজ শুরু হয় নাই। ১৯৯৭ সালে কতজন শিশু স্কুলে ভর্তি হইবে উহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হইতেছে না। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যবই ইতিমধ্যে নাটোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মোট ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় বই-এর পরিমাণ অর্ধেক। সরকারী নির্দেশে বলা হইয়াছে অর্ধেক বই পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নূতনদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। ইহাতে অসুবিধা হইতেছে—অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পাঠ্য বই পুরাতন জীর্ণ ও ছিঁড়িয়া যাওয়ায় নূতনদের পক্ষে উহা আরও এক বছর পাঠ করা প্রায় দুরূহ।

নাটোরে শিক্ষকদের বদলীর ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগ আছে। থানা শিক্ষা অফিসারকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে বারবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে বদলী হইতে হয়। আবার অনেকে বছরের পর বছর একই স্কুলে অবস্থান করেন।